ছবি

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

কবি-পরিচিতি

আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই মার্চ সিরাজগঞ্জ (তৎকালীন পাবনা) জেলার অন্তর্গত উল্লাপাড়ার গোবিন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এম. শাহজাহান আলী, মাতা খালেকুননেসা। বিশিষ্ট রোমান্টিক কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল ছিলেন একই সঙ্গে খ্যাতিমান অধ্যাপক, সফল গীতিকার, সম্মোহনক্ষম বাগ্মী ও মননশীল সাহিত্য-সমালোচক। সমগ্র শিক্ষাজীবনে তিনি সুপরিচিত ছিলেন কৃতী ছাত্র হিসেবে। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

পাবনার এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর কর্মজীবন। তিনি ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক থাকাকালে তিনি বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক-এর দায়িত্ব পালন করেছেন। আবু হেনা মোস্তফা কামালের রোমান্টিক কবিস্বভাব তাঁর কবিতাকে করেছে নন্দনশোভন। শব্দের বহুমুখী দ্যোতনা ও চিত্রধর্মিতা তাঁর কবিতার প্রধান সম্পদ। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে কাব্যগ্রন্থ : 'আপন যৌবন বৈরী', 'যেহেতু জন্মান্ধ', 'আক্রান্ত গজল'; গীতি-সংকলন : 'আমি সাগরের নীল'; প্রবন্ধগ্রন্থ : 'শিল্পীর রূপান্তর', 'কথা ও কবিতা'। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি লাভ করেছেন 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার' ও বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত 'একুশে পদক'।

কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩এ সেপ্টেম্বর ৫৩ বছর বয়সে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আপনাদের সবার জন্যে এই উদার আমন্ত্রণ
ছবির মতো এই দেশে একবার বেড়িয়ে যান।
অবশ্য উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো মনোহারী স্পট আমাদের নেই,
কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না– আপনার স্ফীত সঞ্চয় থেকে
উপচে-পড়া ডলার মার্ক কিংবা স্টার্লিংয়ের বিনিময়ে যা পাবেন
ডাল্লাস অথবা মেম্ফিস অথবা কালিফোর্নিয়া তার তুলনায় শিশুতোষ!

আসুন, ছবির মতো এই দেশে বেড়িয়ে যান
রঙের এমন ব্যবহার, বিষয়ের এমন তীব্রতা
আপনি কোনো শিল্পীর কাজে পাবেন না, বস্তুত শিল্প মানেই নকল নয় কি?
অথচ দেখুন, এই বিশাল ছবির জন্যে ব্যবহৃত সব উপকরণ
অকৃত্রিম;

আপনাকে আরও খুলে বলি : এটা, অর্থাৎ আমাদের এই দেশ,